মেহেরপুরে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার পরিবারের মাঝে আর্থিক সহায়তা বিতরণ

মেহেরপুরে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ সহায়তা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন।

এসময় তিনি বলেন, অতীতে যারা রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো সরকারের দায়িত্ব। বর্তমান উদ্যোগের মাধ্যমে সেই দায়িত্ব পালনের একটি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সহায়তা পেয়ে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। স্বামী হত্যার শিকার মোছা. ফুল খাতুন বলেন, “প্রায় ১০ বছর আগে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে আমার স্বামীকে হত্যা করা হয়। এই সহায়তা পেয়ে আমি খুশি।”

অপর ভুক্তভোগী মোছা. কানচোনা বলেন, “২০১০ সালে আমার স্বামীকে হত্যা করা হয়। ঈদের সময় এ সহায়তা পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।”

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনসারুল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেননসহ ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা।

মেহেরপুরে অসহায় মানুষের মাঝে জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তা বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা পরিষদের অনুদান খাতের অর্থের মাধ্যমে অসুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা পরিষদের মিলন আয়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে ৮০ জন সুবিধাবঞ্চিত মানুষের হাতে এ আত্মিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদের প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। এ সময় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ গোলাম জাকারিয়া, নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সামিউল হক, উচ্চমান সহকারী শাহিন ইকবালসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে মৃত ক্রেতার পরিবারকে ওয়ালটন প্লাজার আর্থিক সহায়তা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নেবুতলা গ্রামের গৃহিণী বেদানা খাতুন ওয়ালটন প্লাজা থেকে কিস্তিতে একটি ফ্রিজ কিনেছিলেন। দুই কিস্তি পরিশোধের পর অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ প্রেক্ষিতে অসহায় পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছে ওয়ালটন প্লাজা কর্তৃপক্ষ।

ওয়ালটনের ‘কিস্তি ক্রেতা ও পরিবার সুরক্ষা নীতি’ এর আওতায় বাকি সব কিস্তি মওকুফ করে দেওয়া হয়েছে এবং পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে শহরের অগ্নিবীনা সড়কের ওয়ালটন প্লাজায় বেদানা খাতুনের স্বামী হায়দার আলীর হাতে নগদ ৫০ হাজার টাকা তুলে দেন

ওয়ালটনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটনের মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান ফয়সাল ওয়াহিদ, কো-অর্ডিনেটর গোলাম মোস্তফা, চিফ ডিভিশনাল অফিসার ওয়াহিদুল ইসলাম, ক্রেডিট ম্যানেজার আবু সালেহ এবং ম্যানেজার এস. এম. সাদিক-ই-নূর।

ওয়ালটন প্লাজার ম্যানেজার সাদিক-ই-নূর বলেন, ক্রেতা মারা গেলে কিস্তি মওকুফসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান ওয়ালটনের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিশ্বের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ওয়ালটনই এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে। কিস্তিতে পণ্য কেনার পর ক্রেতা মারা গেলে তার পরিবারের কোনো দায়ভার থাকে না। ক্রেতাদের সর্বোচ্চ সেবা দিতে আমরা সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সময়ে প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে দাফন-কাফনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে এই সহায়তা প্রদান করা হয়।

গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা উপজেলার বিভিন্ন সময়ে মৃত্যুবরণকারী ১২ জন মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সদস্যদের হাতে এই অর্থ তুলে দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী, শফিউল ইসলাম এবং মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মের গাংনী উপজেলা

শাখার সাধারণ সম্পাদক গোলাম কাউছার। প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধাদের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যারা এই নগদ অর্থ গ্রহণ করেন।

মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দাফন-কাফনের খরচ বাবদ প্রতিটি পরিবারের জন্য ৫ হাজার টাকা করে এই আর্থিক সহায়তা বরাদ্দ দেওয়া হয়।